শিল্পকলা

ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা





বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

CamScanner

শিল্পকলা

ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

CamScanner

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা
বর্ষ : ৩৪ সংখ্যা : ২ ▪ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান সম্পাদক | **লিয়াকত আলী লাকী**
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

সম্পাদক | **উৎপল কুমার দাস**
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

নির্বাহী সম্পাদক | **মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন**
সহকারী পরিচালক
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক | **মো. আরিফুর রহমান**
বিএ অনার্স (বাংলা), এমএ (বাংলা), এমএসএস (অধ্যয়নরত)
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সার্টিফিকেট : এডভান্সড্ কোর্স অন রিসার্চ ম্যাথডোলজি

CamScanner

© বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

প্রকাশক | উৎপল কুমার দাস
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল | জানুয়ারি ২০১৭
মাঘ ১৪২৩

প্রচ্ছদ | চারু পিণ্টু

গ্রাফিক্স ডিজাইন | রিপন মন্ডল

মুদ্রণে | উষা আর্ট প্রেস
১২৭/১ লালবাগ রোড, ঢাকা-১২১১

মূল্য : ১০০ (একশত) টাকা।

CamScanner

পৃষ্ঠা সূচি

০৭ জহির রায়হানের নির্বাচিত চলচ্চিত্রের নিরিখে জাদুবাস্তবতা
সাহানারা এফ. চৌধুরী

১৭ বাংলাদেশের পালাগান : বিষয়, গঠন-কাঠামো ও ইতিবৃত্ত বিচার
আলীম আল রাজী

৪৯ নজরুলের নাটকের বহুমুখী ব্যবচ্ছেদ : নির্বাচিত তিনটি নাটক
ফেরদৌসী হক

৭৫ বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন : সূচনা ও বিকাশ
সাকিরা পারভীন

১০৩ ভিণ্ডীবাজার ঘরানা : গায়কী এবং ইতিহাস পরম্পরা
মো. মাহমুদুল হাসান

১১৭ সঙ্গীতে নজরুলের পরজনম ভাবনা
দেবাশীষ বেপারী

১২৭ সাঈদ আহমদের মুক্তিযুদ্ধোত্তর নাটক
মীর হুমায়ূন কবীর

১৪৭ শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকার লেখকদের জন্য স্টাইল গাইড (নির্দেশিকা)

CamScanner

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৩৪ সংখ্যা : ২ • ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

সঙ্গীতে নজরুলের পরজনম ভাবনা

দেবাশীষ বেপারী*

এ বিশ্বচরাচরে মৃত্যুও কারোর নাম মুছে দিতে পারে না চিরতরে, যদি সফল সৃষ্টি এবং সুকর্ম থাকে। মরেও অমরত্বের চিরসম্মানের জয়মুকুট তখন সেই মানবের। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তেমনি আমাদের মাঝে চিরকালের সফল যুগসারথী। যুগের পর যুগ তাঁর সঙ্গীত বাঙালির সঙ্গী। নজরুল নিজেই জানতেন সাহিত্যের চেয়ে তাঁর সঙ্গীতে অবদান বেশি এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে আলোচনাও হবে। তেমনি এক আলোচনার বিষয় সঙ্গীতে নজরুলের পরের জন্ম ও পূর্ববর্তী জন্ম বিষয়ক ভাবনা। জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানব-মানবীর জীবনের একান্ত অভিপ্রায় তাঁর স্রষ্টার সাথে একাকার হয়ে যাওয়া ও করুণাময়ের চরণ সান্নিধ্য লাভ করা। সে এ-জন্মে, নয়তো পরজন্মে। কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর লেখনী দিয়ে প্রাণে-মনে, গানে-কবিতায় সর্বত্রই সে ব্যাকুলতার প্রকাশ দেখিয়েছেন অবিরাম। বাংলা সাহিত্য তথা সঙ্গীতের মহান স্রষ্টা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবতই সে (পূর্বাপর জনম বিশ্বাসী) মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পরজনমে পরম পিতার সাথে দেখা হওয়ার প্রসঙ্গ ছাড়াও নজরুলের সঙ্গীতে আরেকটি প্রসঙ্গ বারবার স্পষ্ট হয়েছে, সেটি হল কবির হৃদয়-হরিণী প্রিয়ার সঙ্গে পরজনমে দেখা হওয়ার বিষয়। তাঁর রচিত গানে আরও প্রকাশ পেয়েছে – সে জনমে, সেই প্রিয় পল্লবিনীর ভালোবাসা পাওয়ার অনুনয়। আলোচ্য

---

* **দেবাশীষ বেপারী** সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

CamScanner

প্রবন্ধে বাংলা গানের অসামান্য সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলামের পরজনমকেন্দ্রিক এমন গানের সুর ও বাণীর রূপ বিশ্লেষণ করা হলো।

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়, ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও।
এ জনমে যাহা বলা হ'ল না, আমি বলিব না, তুমিও বল না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা, যদি আসি ফিরে বেদনা দিও।
হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়, রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়, বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয়।
হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি, মিলনে হারাই দুদিনেতে ভুলি,
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়, সেই অমরায় মোরে স্মরিও।[১]

'রাগ : পরজ, তাল : একতাল। স্বরলিপি : সুরমুকুর, ডি. এম. লাইব্রেরী। গ্রন্থ : চোখের চাতক, সঞ্চিতা, নজরুল-গীতিকা।'[২] পরজনমে পরানপ্রিয়র সাথে মিলিত হবার এক দুর্নিবার তৃষিত আর্তির জীবন্ত প্রকাশ এ গানে। গানের বাণীতে আরো যা প্রকাশিত তা এরকম- নিতান্তই যদি ভুলে যেতে হয়, তা যেন পরজনমে দেখা হওয়ার পরে ঘটে। কারণ কবি দৃঢ় মনোবলে বলীয়ান তার পল্লবিনীকে সে জীবনের ওপারেও কাছে পাবে। এ জন্মে দুঃখ-বেদনা যা খুশি দাও, এমনকি ভালোবাসার প্রতিদানে ছলনায়ও পূর্ণ করতে পারো এ জীবন। শুধু পরজনমে ভালোবাসার আশায় বুক বাঁধি হে চিরবন্ধু, হে প্রিয়তম। যে ধরণীর পরে রাতের ফুল প্রাতে ঝরে মরে, যে ধরায় নয়ন নিমেষে স্বপন সুদূরে মিলিয়ে যায়, আবার ভিন্ন রঙে ছবিও আঁকে- সেই ধরণীর পথে পথে আমি ভালোবাসার ঝরাফুল কুড়াতে চাই না প্রিয়! আমার অনন্ত সাধ, অনন্ত পিয়াসা তোমায় পাওয়া। যেথায় চিরস্নিগ্ধ, চিরগন্ধময় নির্মল প্রেমের মধুর গন্ধে আকুল চারিধার, হৃদয়ে যেথায় প্রেম না শুকায় কোনো কালে- পরজনমে সেই ভালোবাসার অমরাবতীতে যেন তোমার সান্নিধ্য পাই, তুমি যেন মোরে ভালোবাসো। অন্য একটি গান- হে প্রিয় তোমার আমার মাঝে এ বিরহের পারাবার, এ গানের সঞ্চারিতে কবি লিখেছেন যেমন করে , তাতেও পরজনমের ভাব প্রকাশিত হয়েছে-

সেধেছিনু বুঝি বাদ, কাহার মিলনে সে কোন জনমে তাই মিটিল না সাধ।
স্মৃতি তব ঝরা পালকের প্রায়,লুটায় মনের বালুচরে হায়
সে কোন প্রভাতে কোন নবলোকে, মিলিব মোরা আবার।[৩]

'সূত্র : রেকর্ড বুলেটিন। রেকর্ড : এইচ. এম. ভি., এপ্রিল, ১৯৩৮। নং-এন. ১৭০৬৪। শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ, সুর : কমল দাশগুপ্ত । গ্রন্থ : নজরুল রচনাবলী [৩য় খণ্ড], ঢাকা, নজরুলগীতি-অখণ্ড, হরফ। স্বরলিপি : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, অষ্টম খণ্ড, ঢাকা।'[৪] নজরুল

CamScanner